স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভারা : বেগম রোকেয়া

আকিমুন রহমান

রোকেয়া এখন প্রসিদ্ধ বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত। তাঁকে বলা হয় 'নারী জাগরণে আলোর দিশারী'। এ ছাড়াও পুরুষতন্ত্র তাঁর জন্য তৈরি করেছে নানা বিশেষণ। এ সমস্ত কিছুর নিচেই ঢাকা পড়ে গেছে প্রকৃত রোকেয়া আর তার জীবনের প্রকৃত রূপ। রোকেয়াকে নিয়ে এখন পুরুষতন্ত্র নানাভাবে ফেনিয়ে উঠছে। তাঁকে নিয়ে রচিত হচ্ছে নানা গ্রন্থ, হচ্ছে সেমিনার আর টিভি প্রোগ্রাম, লেখা হচ্ছে প্রবন্ধ। যদিও সমালোচকদের বড় অংশই ব্যর্থ হয়েছে রোকেয়ার মহিমা উদঘাটনে, কিন্তু তারা আবেদনহীন নীরক্ত ব্যাকরণী রচনা করে চলায় বিরামহীন। রোকেয়ার মহিমা উদঘাটনের মেধা যেমন তাঁদের নেই, তেমনি তাঁদের জানা নেই রোকেয়ার স্বরূপ নির্দেশের প্রকৃত পথ। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া রোকেয়াকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

ড. হুমায়ুন আজাদ যাঁর মধ্যে দেখেছেন আমূল নারীবাদীর লক্ষণ, রোকেয়ার নিজের জীবনই তো তার নিজের তৈরি নয়; রোকেয়া নারী প্রতিভা হিসেবে নন্দিত, রোকেয়া প্রতিভা ঠিকই, তবে স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভা। তিনি অভিজাত পুরুষতন্ত্রের কুপ্রথা ও অবরোধ পীড়নের বিরুদ্ধে মুখর, আর নিজের জীবনে অতি নিষ্ঠার সাথে পালন করেন পতিপ্রভুর পরিয়ে দেয়া শৃঙ্খল, আমৃত্যু তিনি নিয়ন্ত্রিত হন একটি শবদেহ দ্বারা। তাঁর বিবাহিত জীবন স্বল্পকালের, বৈধব্যের কাল দীর্ঘ; স্বল্প বিবাহিত জীবন কাটে তার মহা পাথরের বন্দনায় আর দীর্ঘ বৈধব্যের কাল কাটে মৃত পতির তৈরি করে যাওয়া ছক অনুসারে। রোকেয়া বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের জন্য লিখে যান জ্বালাময়ী প্রবন্ধ আর নিজের জীবনে অনড় করে রাখেন অন্ধকার ও প্রথার মহিমা। রোকেয়া আদ্যোপান্ত স্ববিরোধিতাগ্রস্ত। রচনায় তাঁর ক্ষোভ ও বক্তব্য বেজে ওঠে, ব্যক্তি জীবনে তিনি যাপন করেন প্রথাগ্রস্ত, বিনীত, মান্য করে ধন্য হয়ে যাওয়া জীবন। তাই তাঁর রচনাবলী থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকানো দরকার তাঁর জীবনের দিকে, তবেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে তাঁর সত্য পরিচয় ও ভূমিকা। রোকেয়া আমূল নারীবাদী শুধু কোনো কোনো বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশে, নতুবা জীবনাচরণে ও বিশ্বাসে রোকেয়া অতি প্রথামান্যকারী স্ববিরোধিতাগ্রস্ত পতিপ্রভুর চিরবাধ্য ও অনুগত এক বিবি ছাড়া আর কিছু নয়।

যে নারী শিক্ষার জন্য রোকেয়া এত উচ্চকণ্ঠ, তা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস পুরুষতান্ত্রিক ধারণা ও বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বিশ্বাস করেন নারীর ভূমিকা বিষয়ক পুরুষতান্ত্রিক সকল বিধি নির্দেশ। প্রভুর যোগ্য 'সহধর্মিনী' হয়ে ওঠার জন্যই নারী শিক্ষার প্রয়োজন বলে তিনি বারংবার রচনা করেন। নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার কথাও রোকেয়া মাঝে মধ্যে বলেন, তবে তা নেহায়েতই উত্তেজিত ভাষণ মাত্র। নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চেয়ে তাঁর কাছে মূল্যবান বলে গণ্য হয় পতি-প্রভুর যোগ্য অর্ধাঙ্গিনী হয়ে ওঠার ব্যাপারটি। তাই নানাভাবে নারী শিক্ষায় রোকেয়ার চারপাশের 'নতুন আদম' নারী সম্পর্কে ওই সময় পোষণ করেছে যে বিশ্বাস, নারীর যেমন মুক্তি তারা চেয়েছে, রোকেয়াও চেয়েছেন তা-ই। তবে নতুন আদমের মধ্যে প্রথার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ক্রোধ নেই, রোকেয়ার মধ্যে তা প্রবলভাবে আছে। তার কারণ আশরাফ পিতৃকূলের কৌলিন্যের মান রক্ষার জন্য সামান্য লেখাপড়া শেখার সুযোগও না পাওয়ার বা নিরক্ষর থাকার পীড়ন সইতে হয়েছে রোকেয়াকে, নতুন আদমকে নয়। রোকেয়ার ক্ষোভ শুধু ওইটুকুর জন্য। রোকেয়া ক্ষুব্ধ কিছু কিছু কুপ্রথার বিরুদ্ধে, নতুবা তার জীবন প্রথানুগত্যেরই জন্য অন্য নাম মাত্র।

রোকেয়া মুক্তি চান অবরোধবাসিনীর অন্ধকার জীবন থেকে, কিন্তু নিজেকে গভীর পর্দায় আবৃত করে পুণ্য সঞ্চয়ে আছে তার গভীর আগ্রহ। নতুন আদমের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন নারীর বোরকা পরা দরকার, কারণ- "কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়।" নানা শ্রেণীর পুরুষের 'দৃষ্টি হইতে' বা 'সাধারণের দৃষ্টি (Public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য' নারীকেই নিজেকে আবৃত করে রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে। রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে নানা ভাবে সন্ধি করেছেন নারীর কল্যাণের জন্য নয়, নারী মুক্তির লড়াই অব্যাহত রাখার স্বার্থে নয়, করেছেন আরেকটি পুরুষের তৈরি করে দিয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানটিকে বহাল তবিয়তে রাখবার জন্য। রোকেয়ার লেখক হয়ে ওঠাও তাঁর আত্মবিশ্বাসের ফল নয়। পতিপ্রভুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভুর গৌরব বৃদ্ধির জন্যই দেখা যায় সৃষ্টিশীলতা।

আটাশ বছর বয়স থেকে রোকেয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে একটি শব, একটি পুরুষের শবদেহ; জীবদ্দশায় যার নাম হয়েছিল সাখাওয়াত হোসেন। এ প্রভু শুধু জীবদ্দশায় রোকেয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেই তৃপ্ত হতে পারেনি; তাঁর মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরে রোকেয়া যে জীবন যাপন করবে খুবই কৌশলে তা নিয়ন্ত্রণের অতি সুবন্দোবস্তও করে গেছে। তাঁর মৃত্যুকালে রোকেয়া যৌবনের মধ্যাহ্নে; আটাশ বছর বয়সে তাঁকে বৈধব্য বরণ করতে হয়। সাখাওয়াৎ হোসেন মৃত্যুবরণ করেন ১৯০৯ -এ তারপর রোকেয়াকে পাড়ি দিতে হয় প্রায় দুই যুগ এবং ৫১ (বা ৫৩) বছর বয়সে ১৯৩২-এ রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। এই দুই যুগে রোকেয়া জীবন কাটান একটি মৃত পুরুষের ঠিক করে যাওয়া অনুশাসন অনুসারে।

রোকেয়াকে পুরুষতন্ত্র স্তব করে শিক্ষাব্রতী হিসেবে। রোকেয়া তাঁর বৈধব্যের কাল বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে আর বিদ্যার্থী সংগ্রহের কাজে কাটিয়েছেন এ কথা ঠিক তবে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে রোকেয়া নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেননি। রোকেয়া এ-পথে এসেছেন কারণ, তাঁর প্রভু তাঁর বৈধব্যের কাল এভাবেই কাটাবার ব্যবস্থা করে গেছে, তাই। যদি তাঁর প্রভু তাঁর জন্য এমন একটা ছক তৈরি করে না দিয়ে যেত, তাহলে তাঁর জীবন হতো ভিন্ন, অন্য কোনো ছঁকে কাটতো তাঁর জীবন। নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্রতী হওয়ার পেছনে রোকেয়ার নিজের উদ্যোগ ও স্বপ্ন ছিল শূন্য; রোকেয়া পালন ও পূরণ করেছেন স্বামীর বিধি-নির্দেশ ও পরিকল্পনা।

রোকেয়া নারী শিক্ষার কাজে ব্রতী হন কারণ সাখাওয়াতই স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ওই প্রভুর মনোযোগের মূলে অবশ্যই ছিল নিজের শ্রেণীটির স্বার্থরক্ষা ও সুবিধাবৃদ্ধির তাগিদ। সাখাওয়াৎ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হন কারণ তাঁর নিজের জীবনে